Islami Ain O Bichar | ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
Vol. 21, Issue: 82-83 | submission: 2025-07-08
April-June & July-Sept. 2025 | Published: 2025-11.20
DOI: 10.58666/iab.v21i82-83.294

Economic Growth in the Light of al-Qur'ān : A Review

Samir Uddin*

Abstract

As a comprehensive code of life offering holistic guidance for human welfare, the Holy Qur'ān does not confine economic growth merely to the measurement of material prosperity; rather, it presents a practical model of its inseparable connection with spiritual purification, social justice, and equitable distribution of wealth. This article analyzes the multidimensional structure and underlying philosophy of economic development from the Qur'anic perspective. It examines material dimensions such as the ethics of trade and financial transactions, the economic significance of commercial travel, the balanced utilization of natural resources, environmental equilibrium, food security and disaster management, inheritance law, moderation in expenditure, marital and family stability, and the dignity of labor. In parallel, spiritual dimensions—faith (īmān), righteous deeds (ʿamal ṣāliḥ), repentance (istighfār), piety (taqwā), and reliance on Allah (tawakkul)—are explored as the moral and spiritual foundations of economic prosperity. Employing a qualitative analytical approach, the study identifies the fundamental principles and policy bases of growth in Islamic economic thought through an examination of relevant Qur'anic verses and their contextual interpretations. The findings indicate that, within the context of contemporary global economic inequality, the Qur'anic vision of economics provides an effective framework for humane, just, and sustainable development.

Keywords: al-Qur'ān, Islamic Economics, Economic Prosperity, Poverty Alleviation, Sustainable Development

আল-কুরআনের আলোকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

মানবকল্যাণের সর্বাঙ্গীন দিকনির্দেশনা প্রদানকারী এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে পবিত্র আল-কুরআন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে শুধুমাত্র বস্তুগত সমৃদ্ধির পরিমাপে

* Samir Uddin, M. Phil. Researcher, Department of Islamic Studies, University of Chittagong, Chattogram. Email: samiruddinbd@gmail.com

সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং আত্মিক শুদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার, এবং সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের সাথে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আল-কুরআনের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বহুমাত্রিক গঠন ও অন্তর্নিহিত দর্শন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে বস্তুগত উপাদান যেমন–বাণিজ্য ও আর্থিক চুক্তির নৈতিকতা, বাণিজ্য সফরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার, পরিবেশগত ভারসাম্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, উত্তরাধিকার আইন, পরিমিত ব্যয়নীতি, বিবাহ ও পারিবারিক স্থিতিশীলতা, এবং পেশাভিত্তিক পরিশ্রম–প্রধান বিবেচ্য হয়েছে। পাশাপাশি আত্মিক উপাদানসমূহ–ঈমান, নেক আমল, ইস্তিগফার, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল–অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি হিসেবে বিশ্লেষিত হয়েছে। গবেষণায় গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াত ও প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তায় প্রবৃদ্ধির মৌলিক ভিত্তি ও নীতিগত দিকসমূহ নিরূপণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে, সমকালীন বৈষম্যমূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় আল-কুরআনের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও টেকসই উন্নয়নের একটি কার্যকর কাঠামো উপস্থাপন করে।

মূলশব্দ: আল-কুরআন, ইসলামী অর্থনীতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন

ভূমিকা

অর্থনীতি আধুনিক বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাচর্চার ক্ষেত্র। প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো মূলত উৎপাদন, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও বাজারের গতিবিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয় মূলত বস্তুগত ও পরিসংখ্যানভিত্তিক মাপকাঠিতে। যেমন, জিডিপি, মাথাপিছু আয় বা প্রবৃদ্ধির হার। কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলো ব্যক্তির নৈতিক উন্নয়ন, ন্যায়বিচার এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের মতো মৌলিক মানবিক প্রশ্নগুলো উপেক্ষা করে। এর বিপরীতে, ইসলামী অর্থনীতি একটি সার্বিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা শুধু দুনিয়াবি কল্যাণ নয়, বরং আখিরাতের মুক্তির পথ রচনা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু হলো তাকওয়া (আল্লাহভীতি), বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্বশীলতা এবং ইনসাফের ভিত্তিতে সমাজের প্রতিটি স্তরে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা। ইসলামী অর্থনীতি কেবলমাত্র উৎপাদনের পরিমাণ বা বাজার চাহিদা নয়; বরং সম্পদের উৎস, উপার্জনের পদ্ধতি, ভোগের পরিমিতি, সঞ্চয় ও বণ্টনের জবাবদিহিতাকে গুরুত্ব দেয়।

আল-কুরআন বারবার মানবসমাজে দারিদ্র্য বিমোচন, ইনফাক (যাকাত, সাদাকা, উশর, খারাজ), পরিবার ও উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে যে অর্থনৈতিক নীতিমালা উপস্থাপিত হয়েছে, তা কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয় বরং নৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা দেয়।

এর পাশাপাশি তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, পরিশ্রম ও আত্মনির্ভরশীলতা–এসব গুণকেও টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিভাবে আল-কুরআনের আলোকে একটি সমাজে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন অর্জিত হতে পারে। এ প্রবন্ধে আল-কুরআনের নির্দেশনাগুলোকে একটি আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বাস্তবভিত্তিক ফ্রেমওয়ার্কে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা আজকের বৈশ্বিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োগযোগ্য।

সাহিত্য পর্যালোচনা

আল-কুরআনের আলোকে অর্থনৈতিক ন্যায়পরায়ণতা, দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং সামষ্টিক মানবকল্যাণ বিষয়ক বহু গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক নীতিমালা, নৈতিক ভিত্তি, ইনফাক ব্যবস্থা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা পরিলক্ষিত হলেও, পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে একটি "সমন্বিত, কাঠামোগত ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দর্শন" এখনো গবেষণাক্ষেত্রে একটি অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্র হিসেবেই রয়ে গেছে।

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বাকির আল-সদর কর্তৃক প্রণীত *Iqtisaduna* (১৯৮১) গ্রন্থটি ইসলামী অর্থনীতির একটি পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে, যেখানে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতির মৌলিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে উক্ত গ্রন্থে কুরআনের আলোকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবারভিত্তিক ব্যয়নীতি এবং দানব্যবস্থার বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক ভূমিকার সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ অনুপস্থিত।

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভি রহ. তাঁর دَور القِيَم والأَخلاَق في الاقتصَاد الإسلاَمِيْ (১৯৯৫) গ্রন্থে অর্থনীতির নৈতিক ও মূল্যবোধ নির্ভর কাঠামো নির্মাণে কুরআনিক নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে ইনফাক, তাকওয়া ও বারাকাহ বিষয়ক কুরআনের শিক্ষা অর্থনৈতিক ন্যায়পরায়ণতার গূঢ় ভিত্তি গড়ে তোলে; যা বর্তমান প্রবন্ধেও বিশ্লেষিত হয়েছে।

আউসাফ আহমদ ও আবদুল আজিম ইসলাহি (২০১১) সম্পাদিত *Economic Problems and the Teachings of the Qur'ān* একটি প্রবন্ধ সংকলন, যেখানে সমসাময়িক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের প্রেক্ষাপটে কুরআনের দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে, এই গ্রন্থের আলোচনায় কাঠামোগত প্রবৃদ্ধি দর্শনের পূর্ণ রূপরেখা অনুপস্থিত থাকায় বর্তমান প্রবন্ধের বিশ্লেষণ সেসব ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।

লাইছ আনাবি (২০১৮) এর علم الإنسان القرآني . الانثروبولوجيا القرآنية শীর্ষক গ্রন্থে কুরআনী নৈতিকতা ও সমাজকাঠামোর আলোকে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন দর্শন

উপস্থাপিত হয়েছে। এটি কুরআনভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের দিকটি অনুধাবনে সহায়তা করে।

ফখরুর রুযি ও হাসান হামজাহ (২০২৪) রচিত *The Qur'ānic Perspective on Wealth and Its Management System* শীর্ষক প্রবন্ধে সম্পদের ব্যবস্থাপনা, ইনফাক ব্যবস্থা ও ন্যায্য বণ্টনব্যবস্থা নিয়ে সুচিন্তিত বিশ্লেষণ রয়েছে, যা বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত কুরআনভিত্তিক দাননীতি ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য আলোচনার একটি ভিত্তি।

উসমান ওমরজি কর্তৃক রচিত *Psychology of Wealth* (২০২৪) প্রবন্ধে সম্পদের ব্যবহারে আত্মিক পরিশুদ্ধি, পরকালমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং চারিত্রিক সংবেদনশীলতা বিষয়ক দিকগুলো চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই আলোচনার ভিত্তি বর্তমান প্রবন্ধে 'তাওয়াক্কুল' ও 'বারাকাহ'-সংক্রান্ত অংশে প্রতিফলিত হয়েছে।

অবশ্য ওয়েব ম্যাগাজিন লেখক নিসমাহ জাফার (২০২৫) কর্তৃক রচিত *What the Qur'ān Says About Wealth & Rizq* একটি ওয়েবভিত্তিক রচনা হলেও, সম্পদ ও রিজিক সংক্রান্ত কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনায় তা প্রাসঙ্গিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। এটির অন্তর্নিহিত চিন্তা ও তাৎপর্য বর্তমান প্রবন্ধের নৈতিকতা ও আখিরাতমুখী দৃষ্টিকোণ-সংবলিত আলোচনার একটি পরিপূরক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে প্রতীয়মান হয়, যদিও পূর্ববর্তী সাহিত্য ও গবেষণাসমূহে কুরআনের বিভিন্ন অর্থনৈতিক উপাদান আংশিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তথাপি একটি সমন্বিত, নৈতিক ও টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামোর পূর্ণ চিত্র অপ্রতিষ্ঠিতই থেকে গেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আল কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণ, দানব্যবস্থার বৈচিত্র্য, পরিবার ও সমাজ কাঠামোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব, পরিবেশগত ভারসাম্য, আয়-ব্যয়ের পরিমিতি, তাওয়াক্কুল ও বারাকাহ প্রভৃতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল উপাদানসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দর্শনের রূপরেখা উপস্থাপনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

আল-কুরআনের আলোকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তিসমূহ

মানব জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অর্থনীতি। আল-কুরআন শুধু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেয়নি, বরং মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য যে দিকনির্দেশনাগুলো পাওয়া যায়, তা মূলত দুই ধরনের। যথা:

এক. বস্তুগত ভিত্তি (material foundation)

দুই. আধ্যাত্মিক ভিত্তি (spiritual foundation)।

বস্তুগত ভিত্তি বোঝায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাস্তব ও প্রাতিষ্ঠানিক দিক,

যেমন–বাণিজ্যিক চুক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, পরিবেশগত ভারসাম্য, শ্রম ও উৎপাদন ব্যবস্থার ন্যায্যতা।

অপরদিকে, আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্দেশ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নৈতিক ও ঈমানভিত্তিক দিক, যেমন–ঈমান, ইসতিগফার, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল এবং নেক আমল।

এই দুই ভিত্তি পরস্পর সম্পর্কিত ও পরিপূরক; বস্তুগত দিক বাস্তব জীবনের অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে, আর আধ্যাত্মিক দিক সেটিকে নৈতিকতা, বরকত ও স্থায়িত্ব প্রদান করে। আল-কুরআনের অর্থনৈতিক দর্শন এই দ্বিমাত্রিক ভারসাম্যের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক, টেকসই এবং মানবকল্যাণমুখী অর্থনীতি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বস্তুগত ভিত্তি

সামগ্রিক জীবনবিধান হিসেবে আল-কুরআনের যে মর্যাদা তারই প্রেক্ষিতে দেখা যায়, এর বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু বস্তুগত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। নিম্নে এ বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হল:

- **বাণিজ্যিক চুক্তি**

বাণিজ্য, চুক্তি, লেনদেন–এই সকল বিষয় কুরআনে সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। এগুলো ছাড়া কোনো জাতির পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, লেনদেন-বাণিজ্যের মূলে রয়েছে চুক্তি। টেকসই বাণিজ্যিক চুক্তি একটি জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾

> হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করো তখন তা লিখে রেখো।[১]

এই আয়াতে ‘চুক্তিবদ্ধতা’ ও ‘লিখিত দলিলের গুরুত্ব’ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা আধুনিক চুক্তি আইন এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এটি কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ আয়াত। এই আয়াত অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি বৈপ্লবিক নির্দেশনা।

চুক্তির লিখিত রূপ আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে, প্রতারণা রোধ করে এবং পারস্পারিক আস্থা অটুট রাখে। এটি বিনিয়োগ, ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং বৃহৎ অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনে সহায়ক হয়। ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও ক্রমবর্ধমান সুরক্ষাবাদী প্রবণতার মাঝেও ২০২৪ সালে বৈশ্বিক বাণিজ্যের রেকর্ড সম্প্রসারণ হয়েছে। এ সময় আগের বছরের তুলনায় বৈশ্বিক বাণিজ্য ৩ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে

[1]. al-Qur’ān, 2:282

সর্বকালের সর্বোচ্চ ৩৩ ট্রিলিয়ন বা ৩৩ লাখ কোটি ডলারে পৌঁছেছে।[২] এ বিশাল বাণিজ্যের মূলে রয়েছে নানা ধরনের চুক্তি ও কূটনৈতিক সম্পর্ক।

- **মৌসুমি বাণিজ্য সফর**

একটি জাতির আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে মৌসুমি বাণিজ্য সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ কারণে সূরা কুরাইশে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের এই বাণিজ্যিক ঐতিহ্যকে তাঁর বিশেষ নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এর বিনিময়ে তাদেরকে কাবা শরীফের রবের ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ، إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ﴾

> যেহেতু কুরাইশের চিরাচরিত অভ্যাস আছে। অভ্যাস আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের। অতএব তারা যেন এ গৃহের রবের ইবাদাত করে, যিনি তাদেরকে (কা‘বা ঘরের খাদেম হওয়ার কারণে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে) ক্ষুধায় খাদ্য দিচ্ছেন এবং তাদেরকে ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন।[৩]

শীত ও গ্রীষ্মের সফরের অর্থ হচ্ছে গ্রীষ্মকালে কুরাইশরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে বাণিজ্য সফর করতো। কারণ এ দু'টি শীতপ্রধান দেশ। আর শীতকালে সফর করতো দক্ষিণ আরব তথা ইয়েমেনের দিকে। কারণ সেটি গ্রীষ্মপ্রধান এলাকা।[8] আয়াতদ্বয় মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্যভিত্তিক জীবনযাত্রার বাস্তবতা তুলে ধরেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী থেকেও মৌসুমি বাণিজ্য সফরের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি কুরাইশদের রীতি অনুযায়ী শীত ও গ্রীষ্মকালে ইয়েমেন, সিরিয়া, বসরা, নজদ, নাজরান, বাহরাইনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য সফর করেছেন। এসব সফরে তিনি চুক্তিভিত্তিক ব্যবসা পরিচালনা করতেন, যেমন খাদিজা রা.-এর ব্যবসায়িক প্রতিনিধি হিসেবে মাইসারাকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ায় সফর করেছিলেন এবং সেখানে চুক্তি অনুযায়ী লাভের ভাগ নিয়েছিলেন।[৫]

এছাড়া নিয়মিত বাণিজ্য সফর কুরাইশদের জন্য বহুমুখী সুবিধা বয়ে এনেছিল। যেমন: বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্যের সাথে পরিচিতি, আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে জ্ঞান

[2]. *Bonik Barta*, “Record 33 lakh koti dollare pouchheche boishshik banijyo,” March 17, 2025, https://bonikbarta.com/economy/VsJ1yVMDcg3znA4f

[3]. al-Qur’ān, 106:1-4

[4]. Ismāʿīl ibn ʿUmar Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm*, ed. Ḥikmat Bashīr ibn Yāsīn, abridged by Abū Isḥāq al-Ḥuwaynī, 1st ed., 7 vols. (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 2010), 660.

[5]. Muḥammad ibn Manīʿ al-Zuhrī Ibn Saʿd, *Kitāb al-Ṭabaqāt al-Kabīr*, vol. 1, *al-Sīrah al-Nabawiyyah*, ed. ʿAlī Muḥammad ʿUmar (Cairo: Maktabat al-Khānjī, 2001), 107.

অর্জন, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। এই সফরগুলো শুধু পণ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম ছিল না, বরং তথ্য বিনিময়, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং বাণিজ্যিক দক্ষতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর পদ্ধতি ছিল। মক্কার ভৌগোলিক অবস্থান কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত না থাকায় কুরাইশরা বাণিজ্যকেই তাদের প্রধান জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং এই মৌসুমি সফরের মাধ্যমে তারা শুধু নিজেদের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণই করেনি, বরং মক্কাকে আরবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, রপ্তানি প্রচারণা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সরকারি প্রতিনিধি দলের সফর–এসবই সূরা কুরাইশে বর্ণিত মৌসুমি বাণিজ্য সফরের আধুনিক সংস্করণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ।

- **প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও পরিবেশগত ভারসাম্য**

আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং এতে পর্বতমালা, গাছপালা, নদী-নালা, বন, পানি, মাটি, ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষের জীবিকা ও কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَ الۡاَرۡضَ مَدَدۡنٰہَا وَ اَلۡقَیۡنَا فِیۡہَا رَوَاسِیَ وَ اَنۡۢبَتۡنَا فِیۡہَا مِنۡ کُلِّ شَیۡءٍ مَّوۡزُوۡنٍ، وَ جَعَلۡنَا لَکُمۡ فِیۡہَا مَعَایِشَ وَ مَنۡ لَّسۡتُمۡ لَہٗ بِرٰزِقِیۡنَ﴾

আর যমীনকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছি। আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকল প্রকার বস্তু সুনির্দিষ্ট পরিমাণে। তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য। আর তোমরা যাদের রিযিকদাতা নও তাদের জন্যও।[৬]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট, প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। আল-কুরআন ও হাদীসে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভারসাম্য রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পরিবেশের উপাদানসমূহ-বায়ু, পানি, মাটি, গাছপালা, পশুপাখি–সবই মানুষের ও অন্যান্য সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে মানবজীবন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَ اِنۡ مِّنۡ شَیۡءٍ اِلَّا عِنۡدَنَا خَزَآئِنُہٗ ۫ وَ مَا نُنَزِّلُہٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعۡلُوۡمٍ﴾

আর প্রতিটি বস্তুরই ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে আমার কাছে এবং আমি তা অবতীর্ণ করি কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণে।[৭]

এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের সীমিত ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। আরেক আল্লাহ তাআলা সাবা জাতির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, তাদের বসতিতে ছিল

[৬]. al-Qur'ān, 15:19-22
[৭]. al-Qur'ān, 15:21

দুটি উদ্যান ডান ও বাম পাশে– যা ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, উর্বরতা ও সমৃদ্ধির প্রতীক। আল্লাহ তাদের রিজিক দিয়েছেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدۡ کَانَ لِسَبَاٍ فِیۡ مَسۡکَنِہِمۡ اٰیَۃٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنۡ یَّمِیۡنٍ وَّ شِمَالٍ. کُلُوۡا مِنۡ رِّزۡقِ رَبِّکُمۡ وَ اشۡکُرُوۡا لَہٗ ؕ بَلۡدَۃٌ طَیِّبَۃٌ وَّ رَبٌّ غَفُوۡرٌ﴾

নিশ্চয় সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল একটি নিদর্শন: দুটি উদ্যান, একটি ডানে ও অপরটি বামে, (তাদেরকে বলা হয়েছিল) 'তোমরা তোমাদের রবের রিযক থেকে খাও আর তাঁর শোকর কর। এটি উত্তম শহর এবং (তোমাদের রব) ক্ষমাশীল রব'।[৮]

'উত্তম শহর ও ক্ষমাশীল রব'-এই বাক্যাংশটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও পরিবেশবান্ধব সমাজের চিত্র তুলে ধরে। এই আয়াত প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। আধুনিক অর্থনীতিতেও পরিবেশবান্ধব কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারকে এসডিজি (SDG 15) এর মূলনীতি হিসেবে দেখা হয়।

- **খাদ্য সংরক্ষণ ও দুর্যোগ মোকাবিলা**

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কেবল উপার্জনের উপর নির্ভর করে না; বরং তা খাদ্য নিরাপত্তা, সঞ্চয় সংস্কৃতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের সঙ্গেও জড়িত। পবিত্র কুরআনে খাদ্য সংরক্ষণ ও দুর্যোগ মোকাবিলার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যা অর্থনীতির স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কুরআনী দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহর নবী ইউসুফ আ.-এর ঘটনা, যেখানে তিনি দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় খাদ্য সংরক্ষণের একটি রাষ্ট্রীয় কৌশল নির্ধারণ করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿قَالَ تَزۡرَعُوۡنَ سَبۡعَ سِنِیۡنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدۡتُّمۡ فَذَرُوۡہُ فِیۡ سُنۡۢبُلِہٖۤ اِلَّا قَلِیۡلًا مِّمَّا تَاۡکُلُوۡنَ﴾

সে (ইউসুফ) বলল, 'তোমরা সাত বছর একাধারে চাষাবাদ করবে অতঃপর যে শস্য কেটে ঘরে তুলবে তার মধ্য থেকে যে সামান্য পরিমাণ খাবে সেগুলো ছাড়া সব শীষের মধ্যে রেখে দেবে'।[৯]

এই আয়াত প্রমাণ করে যে পরিকল্পিত খাদ্য সংরক্ষণ কৌশল একটি জাতিকে দীর্ঘমেয়াদি দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে পারে এবং অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক হয়। ইউসুফ আ. শুধু খাদ্য সংরক্ষণই করেননি, বরং সাত বছরের দুর্ভিক্ষকালে তা সুবিন্যস্তভাবে জনগণের মধ্যে বণ্টন করেছেন। কুরআনের বাণী:

﴿ثُمَّ یَاۡتِیۡ مِنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِکَ سَبۡعٌ شِدَادٌ یَّاۡکُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَہُنَّ اِلَّا قَلِیۡلًا مِّمَّا تُحۡصِنُوۡنَ﴾

[৮]. al-Qur'ān, 34:15
[৯]. al-Qur'ān, 12:47

> (ইউসুফ আ. বললেন) তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এর জন্য তোমরা পূর্বে যা সঞ্চয় করে রেখে দেবে এরা (ঐ সময়ের লোকেরা) সেগুলো খেয়ে ফেলবে, সামান্য কিছু ছাড়া যা তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে ।[১০]

এর মাধ্যমে বোঝা যায়, দুর্যোগকালীন অর্থনীতিতে খাদ্য সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু বণ্টন জাতীয় অর্থনৈতিক পতন রোধ করতে সক্ষম।

- **অপচয় ও অতিরিক্ত ভোগ-বর্জনের নির্দেশ**

খাদ্য সংরক্ষণে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা অপচয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর বাণী,

﴿يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

> হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ করো এবং খাও, পান করো ও অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।[১১]

অপচয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, যা দুর্যোগকালে সংরক্ষিত খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সাহায্য করে। খাদ্য সংরক্ষণ ও দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা বর্তমানের আধুনিক অর্থনীতির জন্যও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ইউসুফ আ.-এর দৃষ্টান্ত ও কুরআনের নীতিমালা প্রমাণ করে যে পরিকল্পিত খাদ্য সংরক্ষণ, অপচয় রোধ এবং দুর্যোগকালীন ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির শক্ত ভিত গড়ে তোলে। বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি সংরক্ষণনীতি UN FAO-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

- **উত্তরাধিকার আইন**

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি বা পুঁজির সঞ্চয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয় না; বরং সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন ও পুনঃবণ্টনের মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। পবিত্র কুরআনে প্রণীত উত্তরাধিকার আইন এই ন্যায়সঙ্গত বণ্টননীতির এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে। ইসলামী উত্তরাধিকারব্যবস্থা মূলত এমন এক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার মাধ্যমে সম্পদ কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণি বা গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত না থেকে সমাজব্যাপী সঞ্চালিত হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নবউদ্যম সৃষ্টি হয় এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায়।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا﴾

[10]. al-Qur'ān, 12:48
[11]. al-Qur'ān, 7:31

> পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে, এবং নারীদের জন্যও রয়েছে মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ–তা অল্প হোক বা বেশি হোক–নির্ধারিত হারে।[১২]

উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, নারী ও পুরুষ উভয়েই উত্তরাধিকার লাভের সমানাধিকার ভোগ করে। কুরআনী এই নীতিমালা ইসলামের প্রাথমিক যুগেই নারীর অর্থনৈতিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। উত্তরাধিকার আইন তাই শুধু ধর্মীয় বিধান নয়, বরং এটি ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের একটি মৌলিক অংশ, যা সামাজিক ভারসাম্য, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও পারিবারিক স্থিতিশীলতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

উত্তরাধিকার ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সম্পদের প্রজন্মান্তর পুনঃবণ্টন। একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর সম্পদ নির্দিষ্ট অনুপাতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হওয়ার ফলে সম্পদ নতুন হাতে প্রবাহিত হয় এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় সম্পদ কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির হাতে আটকে না থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ে, যা দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে, নির্ধারিত অনুপাতে সম্পদ বণ্টনের ফলে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষ হ্রাস পায়, পরিবারের সদস্যরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয় এবং নারীরা সম্পদের মালিকানার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। এভাবে ইসলামী উত্তরাধিকার আইন নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন ও পরিবারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা উভয়ই নিশ্চিত করে।

আধুনিক সমাজে সম্পদের অসম বণ্টন ও ধন-সম্পদের কেন্দ্রীকরণ বৈষম্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সম্পদের একটি বড় অংশ সীমিত সংখ্যক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় সামাজিক বৈষম্য ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে কুরআনিক উত্তরাধিকার আইন একটি কার্যকর বিকল্প অর্থনৈতিক মডেল হিসেবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমে সম্পদের পুনঃবণ্টন নিশ্চিত করে সমাজে ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, একজন গৃহিণী যিনি প্রত্যক্ষ আয় করেন না, উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পদের অংশীদার হলে তিনি অর্থনীতির সক্রিয় অংশ হয়ে ওঠেন, যা সামষ্টিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

অতএব, কুরআনের উত্তরাধিকার আইন কেবল একটি ধর্মীয় নির্দেশনা নয়; বরং এটি একটি সুবিন্যস্ত অর্থনৈতিক নীতি, যা দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের ন্যায়সঙ্গত পুনঃবণ্টন, নারীর আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে টেকসই অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। ইসলামী অর্থনীতির ন্যায়ভিত্তিক কাঠামো বিশ্লেষণে এই আইনকে কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যা

[12]. al-Qur'ān, 4:7

মানবিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক ন্যায়ের সমন্বয়ে এক সমন্বিত সমাজব্যবস্থার দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

- **ইনফাক ও সম্পদ বণ্টনের ধারণা**

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনে সম্পদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা একটি গভীর নৈতিক ও সামাজিক চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত। কুরআনের দৃষ্টিতে সম্পদ মানুষের পরিশ্রম ও প্রজ্ঞার ফল হলেও এর চূড়ান্ত মালিক আল্লাহ তাআলা। মানবজাতি কেবল এর আমানতদার ও ব্যবহারকারী। ফলে সম্পদের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থের পাশাপাশি সামষ্টিক দায়িত্ববোধও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সম্পদের ন্যায়সঙ্গত প্রবাহের মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য ও মানবিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। আল-কুরআনে ইনফাককে ঈমানদারদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ﴾

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাদের জন্য আছে মহা পুরস্কার।[১৩]

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে,

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

যেন সম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে।[১৪]

এই আয়াত ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যতম মূলনীতি। এখানে সম্পদের কেন্দ্রীকরণকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং তা সমাজব্যাপী সুষমভাবে প্রবাহিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিতে সম্পদের অসম বণ্টন সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণ হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তায় এই বৈষম্যকে প্রাথমিক পর্যায়েই প্রতিরোধের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ইনফাক, যাকাত ও সদকার মতো নীতিমালার মাধ্যমে। এর মাধ্যমে কুরআন অর্থনীতির *wealth circulation* ধারণাকে বাস্তব রূপ দিয়েছে, যেখানে সম্পদ সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রবাহিত হয়ে নতুন অর্থনৈতিক গতিশীলতা সৃষ্টি করে।

ইনফাক কেবল দান নয়; বরং এটি ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক নীতি, যা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। ইনফাকের মাধ্যমে ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে নির্ধারিত অংশ সমাজের অভাবগ্রস্তদের মাঝে ব্যয় করে, যা অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও নৈতিকতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

[13]. al-Qur'ān, 57:7
[14]. al-Qur'ān, 59:7

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের অধিকার।[১৫]

এই আয়াতে "হক্" (অধিকার) শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ইঙ্গিত করে যে, দরিদ্রের প্রতি সহায়তা করা কেবল ঐচ্ছিক অনুগ্রহ নয় বরং একটি সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। অর্থাৎ, সম্পদে সমাজের অন্য সদস্যদের অংশ রয়েছে, যা মালিককে প্রদান করতেই হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী অর্থনীতিকে নিছক দানভিত্তিক ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে তুলে এনে এক ন্যায়ভিত্তিক সম্পদবণ্টন কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

অন্যদিকে, ইনফাকের মাধ্যমে সম্পদ কেবল সামাজিকই নয়, বরং আধ্যাত্মিক দিক থেকেও পরিশুদ্ধ হয়। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

তাদের সম্পদ থেকে দান গ্রহণ করো, যা তাদেরকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করবে।[১৬]

এখানে "তুতাহ্হিরাহুম" (পরিশুদ্ধ করবে) এবং "তুযাক্কিহিম" (পরিশীলিত করবে) শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ইনফাক শুধু আর্থিক পুনর্বণ্টনের মাধ্যম নয়; বরং এটি সম্পদ ও আত্মার একযোগে শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া। সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি মানুষকে লোভী করে তোলে, যা সমাজে বৈষম্য ও শোষণের জন্ম দেয়। ইনফাক সেই মানসিক প্রবণতাকে সংযত করে এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কে নৈতিকভাবে সমুন্নত করে।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইনফাক একটি *circulatory mechanism* হিসেবে কাজ করে, যার মাধ্যমে সম্পদ স্থবির না থেকে নতুন হাতে প্রবাহিত হয়। এ প্রক্রিয়া বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে, উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে। ফলে ইনফাক শুধু আধ্যাত্মিক প্রশান্তি নয়; অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

অধুনা বিশ্বে সম্পদের অসম বণ্টন, দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য যে পরিমাণে তীব্র আকার ধারণ করেছে, তাতে কুরআনের ইনফাক নীতি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান কাঠামো হিসেবে পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। পুঁজিবাদ যেখানে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়, ইসলাম সেখানে ব্যক্তিস্বার্থ ও সামষ্টিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার নির্দেশ প্রদান করে। ইনফাকের মাধ্যমে এই ভারসাম্য বাস্তব রূপ পায়।

সুতরাং, ইনফাক ইসলামী অর্থনীতিতে কেবল একটি ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং এটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এর মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক সংহতি ও মানবিক সহানুভূতির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। পবিত্র কুরআনের আলোকে ইনফাক একটি সর্বজনীন নৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি, যা আধুনিক বৈষম্যপূর্ণ বিশ্বে টেকসই অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার শক্তিশালী দৃষ্টান্ত প্রদান করে।

[15]. al-Qur'ān, 51:19
[16]. al-Qur'ān, 9:103

- **পরিমিত ব্যয়**

আধুনিক অর্থনীতিতে ‘সঞ্চয়’ (saving) ও ‘মিতব্যয়িতা’ (moderation in expenditure)-কে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শনও একই নীতিকে অনুসরণ করে, তবে তা কেবল অর্থনৈতিক আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতেও। ইসলাম পরিমিত ব্যয় তথা *balanced expenditure*-এর উপর গুরুত্বারোপ করে, যেখানে ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে এমন একটি ভারসাম্য রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করে, কিন্তু সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে না।

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ الَّذِيۡنَ اِذَاۤ اَنۡفَقُوۡا لَمۡ يُسۡرِفُوۡا وَ لَمۡ يَقۡتُرُوۡا وَ كَانَ بَيۡنَ ذٰلِكَ قَوَامًا﴾

> (দয়াময়ের বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হল) তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে।[17]

এ আয়াতে ব্যয়ের মধ্যপন্থা নির্দেশ করা হয়েছে, যা ‘অতিরিক্ত ব্যয়’ ও ‘অতি কৃপণতা’-এর বিপরীতে এক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক আচরণকে তুলে ধরে। কুরআনের এই নির্দেশনা কেবল নৈতিক দিকনির্দেশনা নয়; এটি অর্থনীতির মৌলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার অন্যতম পূর্বশর্ত।

মিতব্যয়িতা বা পরিমিত ব্যয়ের এই নীতি ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় উভয় পর্যায়ে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইসলাম এমন এক অর্থনৈতিক দর্শন প্রদান করে, যেখানে ব্যক্তিগত ভোগের সীমা নির্ধারণের পাশাপাশি সমাজের কল্যাণেও দায়বদ্ধতা তৈরি হয়। অতিরিক্ত ব্যয় ব্যক্তি ও সমাজের সম্পদশূন্যতার দিকে নিয়ে যায়, বিপরীতে পরিমিত ব্যয় ও সঞ্চয় বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করে। ফলে এটি জাতীয় অর্থনীতিকে টেকসই প্রবৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে।

অন্যদিকে, পবিত্র কুরআন অপব্যয়কে কঠোরভাবে নিন্দা করেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿اِنَّ الۡمُبَذِّرِيۡنَ كَانُوۡۤا اِخۡوَانَ الشَّيٰطِيۡنِ وَ كَانَ الشَّيۡطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوۡرًا﴾

> নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই; আর শয়তান তার রবের প্রতি ছিল অকৃতজ্ঞ।[18]

এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে, অপব্যয় কেবল একটি নৈতিক বিচ্যুতি নয়, বরং তা সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবক্ষয়েরও অন্যতম কারণ। যখন ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় ব্যয়

[17]. al-Qur'ān, 25:67
[18]. al-Qur'ān, 17:27

করে, তখন সে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টনকে বিঘ্নিত করে এবং সামাজিক অসাম্য ও আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

আধুনিক অর্থনীতির *consumption function* ও *saving rate*-এর বিশ্লেষণেও একই সত্য প্রতিফলিত হয়। যখন সমাজে ভোগব্যয় নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পায়, তখন সেই সঞ্চিত সম্পদ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন বাড়ে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। অর্থাৎ, ইসলামী অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ‘পরিমিত ব্যয়’ এমন এক সর্বজনীন নীতি, যার কার্যকারিতা আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গেও সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সর্বোপরি, ইসলাম পরিমিত ব্যয়কে কেবল একটি নৈতিক গুণ হিসেবে নয়; বরং একটি টেকসই অর্থনৈতিক নীতিমালা হিসেবে উপস্থাপন করেছে। কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র–সব স্তরেই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ন্যায়ভিত্তিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে অপরিহার্য। আধুনিক অর্থনীতির তত্ত্বসমূহের সঙ্গে এই ইসলামী দিকনির্দেশনার সাদৃশ্য প্রমাণ করে যে, কুরআনের অর্থনৈতিক শিক্ষা কেবল অতীতের নয়, বরং এক চিরন্তন বাস্তবতা, যা আজও মানবসমাজের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য।

- **বিবাহ ও পারিবারিক স্থিতি**

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কেবল শিল্প, প্রযুক্তি বা উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির ওপর নির্ভর করে না; বরং এটি সামাজিক কাঠামোর সুষমতা ও নৈতিক ভিত্তির উপর গঠিত। পবিত্র কুরআনে বারবার মানুষের পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব, বিবাহের স্বীকৃতি এবং পরিবারভিত্তিক স্থিতিশীল সমাজ গঠনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ ও পরিবার কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়; বরং এগুলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের ভিত্তি। কুরআন বিবাহকে নিছক একটি সামাজিক বন্ধন হিসেবে উপস্থাপন করেনি, বরং একে ‘সাকীনা’ (অর্থাৎ প্রশান্তি, স্থিতি) এবং ‘রাহমাহ’ (দয়া ও করুণা) ভিত্তিক সম্পর্ক হিসেবে চিত্রায়িত করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖۤ اَنۡ خَلَقَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡكُنُوۡۤا اِلَيۡهَا وَ جَعَلَ بَيۡنَكُمۡ مَّوَدَّةً وَّ رَحۡمَةً ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ﴾

> আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।[19]

[19]. al-Qur'ān, 30:21

এই আয়াতের আলোকে পরিবার হচ্ছে শান্তি ও দয়ার কেন্দ্র, যা ব্যক্তির মানসিক স্থিতি ও অর্থনৈতিক সচেতনতার বীজ বপন করে।

বিবাহ ইসলামী দৃষ্টিকোণে কেবল যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যম নয়, বরং তা দায়িত্ব ও দায়িত্ববোধের সূচনা। একজন পুরুষ স্বামী ও পিতা হিসেবে পরিবারকে খাবার প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আবদ্ধ হয়। আল্লাহর বাণী,

﴿وَ اَنۡكِحُوا الۡاَیَامٰی مِنۡكُمۡ وَ الصّٰلِحِیۡنَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَ اِمَآئِكُمۡ ؕ اِنۡ یَّكُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ یُغۡنِهِمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ﴾

আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী ।[২০]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার একটি উপায়, যা আল্লাহর রহমতের সঙ্গে যুক্ত।

মূলত পরিবার হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক ইউনিট, যেখানে আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, ও বিনিয়োগের প্রথম শিক্ষা হয়। পরিবারে শিশুদের মধ্যে যে মূল্যবোধ ও আর্থিক শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে, তা ভবিষ্যতের বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে দেয়। সুতরাং, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য নীতি ও উন্নয়ন কৌশলে বিবাহ এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

- **পরিশ্রম ও পেশাভিত্তিক জীবনধারা**

ইসলামে পরিশ্রম, দক্ষতা ও পেশাভিত্তিক জীবনধারার প্রতি সুস্পষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যা আধুনিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের অন্যতম ভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পবিত্র কুরআন জীবিকা উপার্জনের পদ্ধতি, পরিশ্রমের মর্যাদা এবং মানবীয় শ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে সুদৃঢ় দিকনির্দেশনা দিয়েছে। এসব দিকনির্দেশনা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَ اَنۡ لَّیۡسَ لِلۡاِنۡسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی، وَ اَنَّ سَعۡیَهٗ سَوۡفَ یُرٰی﴾

আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে; আর এই যে, তার প্রচেষ্টার ফল শীঘ্রই দেখা যাবে।[২১]

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, মানুষের প্রাপ্তির ভিত্তি হলো তার শ্রম ও সাধনা। আলস্য, নির্ভরশীলতা কিংবা ভাগ্যের ওপর অতিরিক্ত ভরসা কুরআনের শিক্ষা নয়; বরং আত্মনির্ভরশীলতা, উদ্যম ও কঠোর পরিশ্রমকেই কুরআন গুরুত্ব দিয়েছে।

[20]. al-Qur'ān, 24:32
[21]. al-Qur'ān, 53:39-40

কুরআন শুধু পরিশ্রমের মূল্যকেই উচ্চস্থানে রাখেনি, বরং মানুষকে পেশাভিত্তিক কর্মজীবনে উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوةُ فَانۡتَشِرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ وَ ابۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ وَ اذۡكُرُوا اللّٰهَ كَثِیۡرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ﴾

অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো; আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।[২২]

এই আয়াত কর্মজীবী ও পেশাজীবী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে তারা ইবাদতের পর জীবিকার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। ইসলামে বেকারত্ব বা কর্মবিমুখতা কখনো উৎসাহিত করা হয়নি; বরং জীবিকার প্রয়াসকে ইবাদতের অংশ গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহর নবী নিজে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ কৃষি, ব্যবসা, শিল্প ও পশুপালনসহ নানাবিধ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এসব পেশাকে কুরআন বৈধ ও সম্মানজনক জীবিকা ঘোষণা করেছে।

মানব জীবনে কর্ম শুধু প্রয়োজন নয়; দায়িত্বও বটে। ইসলাম মানুষকে হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের নির্দেশ দিয়েছে, যা কেবল পার্থিব প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ নয় বরং এক প্রকার ইবাদত হিসেবেও বিবেচিত। ইসলামী অর্থনীতিতে হালাল উপার্জন উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ ذَلُوۡلًا فَامۡشُوۡا فِیۡ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوۡا مِنۡ رِّزۡقِهٖ وَ اِلَیۡهِ النُّشُوۡرُ﴾

তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করেছেন; অতএব তোমরা তার দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; আর তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন।[২৩]

এই আয়াত মানুষকে পরিশ্রমের মাধ্যমে পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহার ও আল্লাহপ্রদত্ত রিযিক অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়, যা ইসলামী অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বর্তমান অর্থনৈতিক তত্ত্বেও উৎপাদনশীলতা, শ্রম, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বকে প্রবৃদ্ধির মূল উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। কুরআনের শিক্ষায়ও এর পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿وَ جَعَلۡنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾

আর আমি দিনকে করেছি জীবিকার্জনের সময়।[২৪]

এখানে 'দিন' বলতে কর্মঘণ্টা, পরিশ্রমের সময় বা উৎপাদনের সময় বোঝানো

[22]. al-Qur'ān, 62:10
[23]. al-Qur'ān, 67:15
[24]. al-Qur'ān, 78:11

হয়েছে, যা মানব সমাজে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মৌলিক কাঠামো নির্দেশ করে।

সুতরাং, কুরআনের আলোকে পরিশ্রম ও পেশাভিত্তিক জীবনধারা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়, বরং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণের অপরিহার্য উপাদান। একটি ন্যায়ভিত্তিক, টেকসই ও মানবকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনে কুরআনের নির্দেশিত শ্রম ও পেশার নীতিমালা তাই অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আধ্যাত্মিক ভিত্তি

অর্থনীতি কেবল সম্পদ সঞ্চয়ের নাম নয়; এটি মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও স্থিতিশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য বস্তুগত উপকরণের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতা বা রুহানিয়াতের উপরও জোর তাগিদ আরোপ করেছেন। আধ্যাত্মিকতা মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং সমাজে নৈতিক শুদ্ধি প্রতিষ্ঠা করে, যা দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদনশীলতা, সামাজিক সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অর্থবহ আলোচনা উপস্থাপন করা হল :

- **ঈমান ও সৎকর্ম**

কুরআন বারবার ঈমান ও সৎকর্মের সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, আর নেক আমল তার বাস্তব প্রকাশ। এ দুয়ের সমন্বয়ে ব্যক্তির মধ্যে সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সমাজে আস্থা, স্থিতি ও উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَنۡ عَمِلَ صَالِحًا مِّنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى وَ هُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَنُحۡيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾

> যে পুরুষ বা নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম করে, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।[25]

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরের মতে এখানে ‘হায়াতে তাইয়্যেবা’ বলতে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। আলী রা. অর্থ করেছেন স্বল্পে তুষ্টি। দাহহাক রহ. বলেন, হালাল রিযক ও দুনিয়াতে ইবাদাত করার তাওফীক। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এর অর্থ আখেরাতের জীবন। হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদা রহ. বলেন, জান্নাতে যাওয়া ব্যতীত কারোই জীবন স্বচ্ছন্দময় হতে পারে না। সঠিক কথা হচ্ছে, হায়াতে তাইয়্যেবা এসব অর্থের সবগুলোকেই ধারণ করে।[26] পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّ رِزۡقٌ كَرِيۡمٌ﴾

[25]. al-Qur’ān, 16:97

[26]. Ismāʿīl ibn ʿUmar Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur’ān al-ʿAẓīm*, ed. Ḥikmat Bashīr ibn Yāsīn, abridged by Abū Isḥāq al-Ḥuwaynī, 1st ed., 4 vols. (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 2010), 710.

> সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।[27]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ঈমান ও সৎকর্ম মানুষের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিকের পথ উন্মুক্ত করে। রিযিক বা জীবিকা কেবল অর্থসম্পদ নয়, বরং হালাল ও সম্মানজনক উপার্জন, সুস্থতা, পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক মর্যাদাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَ لَوۡ اَنَّ اَهۡلَ الۡقُرٰۤى اٰمَنُوۡا وَ اتَّقَوۡا لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ وَ لٰكِنۡ كَذَّبُوۡا فَاَخَذۡنٰهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ﴾

> আর যদি জনপদের অধিবাসীরা বিশ্বাস করত ও সাবধান হত, তাহলে তাদের জন্য আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ-দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা মনে করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।[28]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, ঈমান ও তাকওয়া আকাশ ও জমিনের বরকত উন্মুক্ত করে। আকাশের বরকত বলতে বোঝানো হয়েছে নিয়মিত বৃষ্টি, অনুকূল জলবায়ু, কৃষি ও চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ। জমিনের বারাকাহ বলতে বোঝানো হয়েছে উর্বর মাটি, কৃষি ফলন, খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের ভারসাম্য।

আধুনিক উন্নয়ন অর্থনীতিতে (development economics) প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। যদি সম্পদ অপব্যবহার হয়, তবে দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য সংকট, পরিবেশ বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। কুরআন এ ধারণা ১৪ শ বছর আগেই উপস্থাপন করেছে।

- **তাকওয়া**

তাকওয়া (আল্লাহভীতি) শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেরও মৌলিক নীতি। কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَ لَوۡ اَنَّ اَهۡلَ الۡقُرٰۤى اٰمَنُوۡا وَ اتَّقَوۡا لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ﴾

> যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও জমিনের বরকত উন্মুক্ত করে দিতাম।[29]

অর্থাৎ, আল্লাহভীতি আকাশের বৃষ্টি, উর্বর ভূমি, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও সম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ সৃষ্টি করে। আধুনিক উন্নয়ন তত্ত্বে টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণের যে ধারণা পাওয়া যায়, কুরআন তা চৌদ্দ শতক

[27]. al-Qur’ān, 22:50

[28]. al-Qur’ān, 7:96

[29]. al-Qur’ān, 7:96

আগে বারাকাহের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছে। মুত্তাকী ব্যক্তি দুর্নীতি, সুদ, প্রতারণা ও অপচয় থেকে দূরে থাকে; ফলে সমাজে আস্থা, স্থিতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। কুরআনে আরও বলা হয়েছে,

﴿اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও সৎকর্মশীল।[৩০]

অতএব, তাকওয়া কেবল ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির উৎস নয়; এটি সমাজে বরকতময় অর্থনীতি, সুবিচার ও নৈতিক প্রবৃদ্ধির নিশ্চয়তা দেয়। তাছাড়াও কুরআনের বর্ণনা অনুসারে তাকওয়া মানুষের দায়িত্বশীলতা ও কর্মনৈতিকতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে শ্রমশক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার হয়, উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং অর্থনীতি সক্রিয় থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا﴾

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।[৩১]

- **তাওবা ও ইস্তিগফার**

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাদের এক বিশেষ গুণ। মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে বসে, আল্লাহ তাআলার মরজি মোতাবেক চলার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে, তাই আল্লাহ তাআলা তার সে ভুল বা গুনাহ থেকে মুক্তিদানের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মুত্তাকিদের গুণাবলির বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۪ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪۟ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾

যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা (অপরাধ) করে ফেলে, তাতে জেনে-শুনে অটল থাকে না।[৩২]

কুরআন ও হাদীসে ইস্তিগফারকে (ক্ষমাপ্রার্থনা) ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের কল্যাণের অন্যতম মূল চাবিকাঠি বলা হয়েছে। ইস্তিগফার আল্লাহর রহমত নাযিল করে, রিজিকের দরজা খুলে দেয়, বৃষ্টি বর্ষণ ও প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং দুশ্চিন্তা ও সংকট দূর করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

30. al-Qur'ān, 16:128
31. al-Qur'ān, 65:5
32. al-Qur'ān, 3:135

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا، يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا، وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا﴾

অতঃপর আমি (নূহ) বলেছিলাম, 'তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল'। 'তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, এবং তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।[৩৩]

এই আয়াতসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে যে, ইস্তিগফার ব্যক্তি ও জাতির জীবনে রিজিক ও সম্পদের প্রাচুর্যের উপলক্ষ-যার দ্বারা আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে দেন, ধন-সম্পদে প্রাচুর্য দেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে মানবসম্পদ গড়ে তোলেন এবং পরিবেশগত সৌন্দর্য ও অর্থনৈতিক সম্পদ (বাগান, নদী) দান করেন।

আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে উৎপাদন, মানবসম্পদ, প্রযুক্তি ও পরিবেশের ভারসাম্যের উপর। পবিত্র কুরআনের আলোকে দেখা যায়, ইস্তিগফার এই সকল উপাদানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত:

- বৃষ্টি⟶ কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা
- ধন⟶ মূলধন বৃদ্ধি
- সন্তান⟶ মানবসম্পদ উন্নয়ন
- উদ্যান ও নদী⟶ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য

আল্লাহর নবী হুদ আ. তাঁর জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

﴿وَ يٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَ لَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ﴾

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তারপর তার দিকেই ফিরে আসো। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন। আর তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।[৩৪]

ইস্তিগফার শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ বাড়ায় না, বরং শারীরিক ও সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি করে, যা কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এখানে স্পষ্টভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির উন্নয়ন–দুই ধরনের অর্থনৈতিক উপাদান-ইস্তিগফারের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

এছাড়া আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা তাঁর গজব নাযিল হওয়া থেকে মানবজাতিকে নিরাপদ রাখে। ইস্তিগফার সমাজকে মহামারি, খরা, দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। ফলে এটি সামষ্টিক

33. al-Qur'ān, 71:10-12
34. al-Qur'ān, 11:52

পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন,

﴿وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَ اَنۡتَ فِيۡهِمۡ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمۡ وَ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُوۡنَ﴾

> আল্লাহ এরূপ নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। আর তিনি এমনও নন যে, তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।[৩৫]

ইস্তিগফারের মাধ্যমে মানুষ দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পায়, প্রশান্তি অনুভব করে। ফলে সে কর্মক্ষেত্রে মনোযোগী হয় এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। এর ইতিবাচক প্রভাব জাতীয় অর্থনীতিতেও পড়ে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

> যে ব্যক্তি সবসময় ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে বের হয়ে আসার পথ খুলে দেন এবং প্রত্যেক দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করেন। আর তাকে এমন রিজিক দান করেন, যা সে কখনো ভাবতেও পারেনি।[৩৬]

অতএব, আল-কুরআনের দৃষ্টিতে ইস্তিগফার কেবল একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন নয়; বরং এটি একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা। যে জাতি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাঁর পথে ফিরে আসে, তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে শান্তি, প্রাচুর্য ও স্থিতিশীলতা দান করেন। এটি একটি দীন ও দুনিয়ার একীভূত অর্থনৈতিক দর্শন।

- **তাওয়াক্কুল**

তাওয়াক্কুল (توكل) ইসলামের একটি মৌলিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণ। এর অর্থ হচ্ছে চেষ্টা-সাধনার পর পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা আল্লাহর উপর স্থাপন করা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাওয়াক্কুল ব্যক্তি ও সমাজকে হতাশা ও ভয়ের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে, তাদেরকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সাহসী করে তোলে এবং ঝুঁকি গ্রহণে মানসিক প্রস্তুতি জোগায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ مَنۡ يَّتَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسۡبُهٗ ؕ﴾

> আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৩৭]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, বান্দা যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর

[35]. al-Qur'ān, 8:33

[36]. Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ashʿath al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Shuʿayb al-Arnāʾūṭ and Muḥammad Kāmil Qara Ballī (Riyadh: Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 2009), 2:628, ḥadīth 1518.

[37]. al-Qur'ān, 65:3

উপর ভরসা করে, তবে আল্লাহ তার জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবেন। অর্থনীতিতে এটি মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, ভীতি কমায় এবং সঠিক পথে পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল হয় এবং সামগ্রিক অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَو أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.

> যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথার্থভাবে তাওয়াক্কুল করতে, তবে তিনি তোমাদের এমন রিজিক দিতেন যেমন তিনি পাখিদের দেন। তারা সকালবেলা ক্ষুধার্ত বের হয় এবং সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।[৩৮]

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে তাওয়াক্কুল মানে বসে থাকা নয়, বরং চেষ্টা-সাধনার পর আল্লাহর সাহায্যের আশায় থাকা। পাখিরা যেমন সকালে বের হয়, চেষ্টা করে, তারপর খাদ্য পেয়ে ফিরে আসে, তেমনিভাবে মানুষকেও কাজ করতে হবে। অর্থাৎ তাওয়াক্কুল মানুষকে কর্মঠ, পরিশ্রমী ও সাহসী করে তোলে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম শর্ত।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে তাওয়াক্কুলের উপকারিতা বিশ্লেষণ:

ক. উদ্যোক্তা মনোভাব সৃষ্টি: তাওয়াক্কুল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগ ও উদ্যোগ গ্রহণে সাহস জোগায়।

খ. ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা: অর্থনীতিতে ঝুঁকি ছাড়া প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাওয়াক্কুল মানুষকে ঝুঁকি নিতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ সে বিশ্বাস করে যে, ফলাফল আল্লাহর হাতে।

গ. মানসিক প্রশান্তি ও মনোযোগ: তাওয়াক্কুল দুশ্চিন্তা কমায়। ফলে ব্যক্তি তার কাজে মনোযোগী হতে পারে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

ঘ. সামাজিক আস্থা বৃদ্ধি: তাওয়াক্কুল সমাজে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে, যা বাজার, লেনদেন ও বিনিয়োগকে স্থিতিশীল করে।

অতএব, তাওয়াক্কুল শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয় নয়; এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও শক্তিশালী অনুঘটক। এটি ব্যক্তি ও সমাজকে কর্মপ্রাণ করে তোলে, ভয় ও হতাশা দূর করে, অর্থনৈতিক উদ্যোগ বাড়ায় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাওয়াক্কুল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি মৌলিক ভিত্তি।

সর্বোপরি, ঈমান, নেক আমল, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল–এই চারটি উপাদান পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে কেবল আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মাধ্যম নয়; বরং এগুলো অর্থনৈতিক সুশাসন, দারিদ্র্য বিমোচন, ন্যায়বিচার ও প্রবৃদ্ধির ভিত্তিও বটে। উক্ত গুণাবলি চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

[38]. Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, ed. Shuʿayb al-Arnāʾūṭ, ʿĀdil Murshid, et al., supervised by ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī (Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 2001), 1:332, ḥadīth 205.

উপসংহার

আলোচ্য প্রবন্ধে আল-কুরআনের আলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে বহুমাত্রিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন বর্ণিত অর্থনৈতিক দর্শন কেবল বস্তুগত সমৃদ্ধির ধারণা নয়, বরং এটি আত্মিক পরিশুদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টনের একটি নৈতিক কাঠামো। বর্তমান বৈষম্যমূলক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, যেখানে ধনসম্পদের কেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদ সমাজে অসাম্য ও অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে, সেখানে কুরআনের নির্দেশিত অর্থনৈতিক নীতিমালা একটি মানবিক ও টেকসই বিকল্প ব্যবস্থার পথ দেখায়। ইনসাফ, ইনফাক, পরিমিত ব্যয়, পারিবারিক স্থিতি এবং তাকওয়া-তাওয়াক্কুল ইত্যাদি মূলনীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের আর্থিক কার্যক্রম নৈতিক জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব। এই নির্দেশনাগুলোর অন্তর্ভুক্তি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, বরং সামগ্রিক ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনায় এক বলিষ্ঠ ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে। অতএব, আল-কুরআনের এই সমন্বিত দর্শন আজকের দিনেও একটি কার্যকর, ন্যায়সংগত এবং কল্যাণকামী অর্থনৈতিক রূপরেখা হিসেবে বাস্তবায়নযোগ্য।

Bibliography

al-Qurʾān al-Karīm

Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ashʿath al-Azdī al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd.* Edited by Shuʿayb al-Arnāʾūṭ and Muḥammad Kāmil Qara Ballī. Riyadh: Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 2009.

Aḥmad ibn Ḥanbal. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal.* Edited by Shuʿayb al-Arnāʾūṭ, ʿĀdil Murshid, et al. Supervised by ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī. Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 2001.

Bonik Barta, "Record 33 lakh koti dollare pouchheche boishshik banijyo," March 17, 2025. https://bonikbarta.com/economy/VsJ1yVMDcg3znA4f

Ibn Kathīr, Ismāʿīl ibn ʿUmar. *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm.* Edited by Ḥikmat Bashīr ibn Yāsīn. Abridged by Abū Isḥāq al-Ḥuwaynī. 1st ed. 7 vols. Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 2010.

Ibn Saʿd, Muḥammad ibn Manīʿ al-Zuhrī. *Kitāb al-Ṭabaqāt al-Kabīr.* Vol. 1, *al-Sīrah al-Nabawiyyah.* Edited by ʿAlī Muḥammad ʿUmar. Cairo: Maktabat al-Khānjī, 2001.